পলিসি ব্রিফ

জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৫৪

আগষ্ট ২০১৭

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) ১৯৭২ সাল থেকেই রাষ্ট্রের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে। পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি পাউবো বাংলাদেশে জলবায়ু প্রকল্প বাস্তবায়নেও অন্যতম শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। জাতীয় বাজেটের বরাদ্দ নির্ভর বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) এর অর্থায়নে পাউবো ২০০৯-১০ অর্থবর্ষ থেকে জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪১ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পাউবো-এর বাস্তবায়িত এই জলবায়ু প্রকল্পগুলোতে অর্থায়নের পরিমাণ প্রায় ১১৩২ কোটি টাকা যা বিসিসিটিএফ-এর জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত বরাদ্দকৃত মোট অর্থায়নের প্রায় ৪০%।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) 'জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন গত ২৩ আগস্ট ২০১৭ প্রকাশ করে। গবেষণার বিশ্লেষণে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত জলবায়ু প্রকল্পসমূহে সুশাসন নিশ্চিতে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন: কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের প্রতিটি প্রকল্পে অবকাঠামো নির্মাণের উপকরণের মান ও সংখ্যা যাচাই, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতিটি প্রকল্পে পরিদর্শন প্রভৃতি। তবে, গবেষণায় পাউবো'র জলবায়ু প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনঅংশগ্রহণ ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জও চিহ্নিত করা হয়েছে।

সুপারিশ

এই গবেষণা প্রতিবেদনের ফলাফল অনুযায়ি বিসিসিটিএফ-এর অর্থায়নে পাউবো কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনায় টিআইবি'র পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্যে নিম্নলিখিত সুপারিশ উপস্থাপিত হলো:

১. তথ্যবোর্ডে কোন কোন বিষয় সম্পৃক্ত করতে হবে এবং তথ্যবোর্ড স্থাপনের সময়সীমা প্রভৃতি বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে।

২. বিসিসিটিএফ-এর আইন ও পাউবো-এর সংশ্লিষ্ট আইন পরিমার্জন করে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা এবং তৃতীয় পক্ষের স্বাধীন তদারকির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. জলবায়ু ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা যথাযথভাবে যাচাই করে তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক বা অন্য কোনো প্রভাবমুক্ত হয়ে প্রকল্প অনুমোদন নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক সকল সিদ্ধান্তে স্বার্থের দ্বন্দ্বের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব দূর করতে হবে।

৪. পাউবো-এর ওয়েবসাইটে প্রকল্প প্রস্তাবনা, নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং প্রকল্প এলাকায় দরপত্র, প্রকল্প নকশা, বাস্তবায়নকৃত এলাকা, বাজেট ইত্যাদি প্রকাশ করতে হবে এবং পাশাপাশি তথ্যবোর্ড ও নাগরিক সনদের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে উন্মুক্ত করতে হবে।

৫. ঠিকাদার কর্তৃক সংঘটিত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; বিশেষ করে আইন অমান্য করে সাব-কন্ট্রাক্টভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন বন্ধ করতে হবে। যারা এধরণের অনিয়মের সাথে জড়িত তাদের কালোতালিকাভুক্তিসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় জ্ঞান; বিশেষ করে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন ও ঐতিহ্যগত তথ্য, অভিজ্ঞতা, ধ্যান ধারণা ও ইতিবাচক চর্চার (এড়ড়ফ চৎধপঃরপব) ওপর প্রাধান্য দিতে হবে।

৭. চাহিদাভিত্তিক তথ্য প্রদান ব্যবস্থা কার্যকর করার মাধ্যমে প্রতিটি স্থানীয় কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

৮. প্রকল্পসমূহের তদারকি এবং মূল্যায়নের সময় কারিগরি দিকের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক প্রভাবের উপাদানগুলোকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

৯. জলবায়ু প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সমন্বয়ে একটি কার্যকর অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
১০. পাউবোর গঠিত 'নৈতিকতা কমিটি'-কে জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে সক্রিয় হতে হবে এবং তাদের কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।
১১. প্রকল্প কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ করার একটি সহজ ব্যবস্থা পাউবো-কে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তথ্যদাতার সুরক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
১২. জনঅংশগ্রহণের সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান যে নীতিমালা রয়েছে তার যথাযথ বাস্তবায়ন এবং প্রকল্প তদারকিতে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণকে বাস্তবায়নের কাজে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে প্রকল্পে মালিকানাবোধ ও টেকসই অভিযোজন নিশ্চিত করতে হবে।
১৩. পিআইসি ভিত্তিক প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট আইন/নীতিমালা পরিমার্জন করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেলস ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
টেলিফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
info@ti-bangladesh.org; www. ti-bangladesh.org
www. facebook.com/TIBangladesh